



বাংলাদেশ

গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারী ২৮, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই ফাল্গুন, ১৪১১/২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ই ফাল্গুন, ১৪১১ মোতাবেক ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০০৫ সনের ৬নং আইন

পশু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রণীত আইন।

যেহেতু পশু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) “আমদানি” অর্থ কোন পশু বা পশুজাত পণ্য জল, স্থল ও আকাশপথে বাংলাদেশে আনয়ন;

(খ) “উপযুক্ততা সনদ” অর্থ কোন পশুজাত পণ্য মানুষ বা পশুর খাদ্য বা ব্যবহারের উপযুক্ততা সম্পর্কে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত উপযুক্ততা সনদ;

(গ) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৬৯৯)

মূল্য : টাকা ৩.০০

১২। পশু বা পশুজাত পণ্যের রপ্তানির বিধান।—কোন পশু বা পশুজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সঙ্গনিরোধের জন্য পালনীয় শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। বৈধ আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকে আমদানিকৃত পশু বা পশুজাত পণ্য সম্পর্কিত বিধান।—যদি বৈধ আমদানি লাইসেন্স এবং স্বাস্থ্য সনদ ব্যতিরেকে কোন পশু বা পশুজাত আমদানি করা হয় এবং যদি উক্ত পশু সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত না হয়, বা পশুজাত যদি সংক্রামিত না হয়, তাহা হইলে সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১৪। প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, ইত্যাদি।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণক মহাপরিচালক বা সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অনুরূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের তারিখের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিকারলাভের উদ্দেশ্যে—

- (ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকার নিকট; এবং
- (খ) আদেশটি যদি সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দাখিল হইলে, উহা দাখিলের অনধিক ৯০ (নব্ব্বা) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৫। দায়মুক্তি।—এই আইন বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য সরকার, মহাপরিচালক, সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৬। অব্যাহতি।—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন পশু শ্রেণী বা পশু পশুজাত পণ্যকে এই আইনের সকল বা যে কোন বিধানের কার্যকরতা হইতে, উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্তে, অব্যাহতি দিতে পারিবে।

১৭। কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইন অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানী এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তৎকালে অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা-এই ধারায়—

- (ক) “কোম্পানী” বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত; এবং
- (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে “পরিচালক” বলিতে উহার কোন অংশীদার পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।